যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
MINISTRY OF
COMMUNICATIONS

সত্যমেব জয়তে

যোগাযোগ মন্ত্রীর বার্তা

অগাস্ট ২০২৫ – এ প্রকাশিত
নমস্কার!

পুনরুজ্জীবনের যাত্রা শুরু হয় দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে এবং ১৮ বছর পর, লাভজনক অবস্থায় ফিরে আসা ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড (বিএসএনএল) – এর চেয়ে বড় দৃঢ় সংকল্প আর কেউ দেখায়নি। বিএসএনএল এমন এক পরিবর্তনের সূচনা করেছে, যা প্রতিটি ভারতীয়কে গর্বিত করে। ২০২৪-২৫ সালে বিএসএনএল একের পর এক লাভ করেছে। তৃতীয় ত্রৈমাসিকে ২৬২ কোটি টাকা এবং চতুর্থ ত্রৈমাসিকে ২৮০ কোটি টাকা ইবিআইটিডিএ–ও ৫,৩৯৫ কোটি টাকার সীমা অতিক্রম করেছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিএসএনএল আবার নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে এবং আগের তুলনায় অনেক মজবুতভাবে।

এই পুনরুজ্জীবন উদ্ভাবন ও কৌশলগত অংশীদারিত্বের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। এর ফলে, একটি সদর্থক যুব-কেন্দ্রিক এবং ভবিষ্যতের জন্য বাস্তুতন্ত্র তৈরি হচ্ছে। বিএসএনএল তার নতুন বিশ্বস্ত অংশীদারের সঙ্গে দেশে নির্মিত ফোর-জি এবং ফাইভ-জি ব্যবস্থা চালু করছে। তৈরি হচ্ছে এন্টারপ্রাইজ গ্রেড সমাধান এবং তরুণ প্রজন্মের জন্য নতুন সম্ভাবনাও তৈরি হচ্ছে। বিশেষ করে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এই সুযোগ তৈরি হচ্ছে। নুমালিগড় রিফাইনারি লিমিটেড – এর সঙ্গে সমঝোতাপত্র বা মউ অন্যতম মাইলফলক, যা তৈল শোধনাগার ক্ষেত্রে ভারতের প্রথম ফাইভ-জি ক্ষমতাসম্পন্ন অসরকারি নেটওয়ার্ক প্রত্যক্ষ করবে। এটি শিল্প ক্ষেত্রের আধুনিকীকরণের জন্য বড় পদক্ষেপ এবং উত্তর – পূর্বাঞ্চলের কর্মসংস্থান ও দক্ষতা ক্ষেত্রকে উজ্জীবিত করবে।

আমি অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বলতে চাই যে, এই সাফল্যের সত্যিকরের নায়করা হচ্ছেন বিএসএনএল – এর ৩২টি সার্কেলের কর্মী, ইঞ্জিনিয়র, লাইনম্যান ও নেতারা। কঠিন পরিস্থিতিতেও তাঁদের কঠোর পরিশ্রম এই পুনরুজ্জীবনকে বিশেষ শক্তি প্রদান করেছে। প্রতিটি টাওয়ার'কে তাঁরা উন্নত মানসম্পন্ন করেছেন, প্রতিটি ফাইবার তাঁরা বিছিয়েছেন, প্রত্যেক গ্রাহককে তাঁরা পরিষেবা দিয়েছেন। এর ফলে, বিএসএনএল আজকের এই দিন দেখতে পেরেছে।

আমরা সামনের দিকে যত এগিয়ে যাব, আমাদের সফর তত উন্নত হবে। আরও বেশি মানুষকে পরিষেবা দেব, তাঁদের আরও উন্নত পরিষেবা দেব। বিএসএনএল'কে 'সিক্স সিগমা' মানের গুণবত্তার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। কল ড্রপ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, গতি বেড়েছে, ডাউন টাইমও কমেছে। ভারতে নির্মিত ফোর-জি'র সঙ্গে উন্নতমানের পথদিশা তৈরি হচ্ছে। ফাইভ-জি'র একটি পর্যায় চালু হয়েছে। নতুন শিল্প মডেল এবং কর্মীদের উন্নয়নে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।

বিএসএনএল একটি টেলিকম অপারেটরের চেয়েও বেশি – এটি একটি ব্র্যান্ড, যা প্রথম ভারত'কে যুক্ত করেছিল এবং ব্যয় সাশ্রয়ী, সুসংহত ও বিশ্বাসযোগ্য যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে সেরা হয়ে চলেছে। বেসরকারি সংস্থাগুলি নির্দিষ্ট বাজারে তাদের দৃষ্টি-নিবেশ করে। কিন্তু, বিএসএনএল জনগণের নেটওয়ার্ক ও দেশের নেটওয়ার্ক হিসেবে কাজ করে । সকলের যৌথ সহায়তায় বিএসএনএল ভারতের ডিজিটাল ভবিষ্যতের মেরুদন্ড হিসেবে নিজের ভূমিকা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে প্রস্তুত।

জয় হিন্দ
একান্ত আপনাদের,
জ্যোতিরাদিত্য এম. সিন্ধিয়া
যোগাযোগ মন্ত্রী, ভারত সরকার